রাজনীতিবিদদের শিক্ষালাভের গুরুত্ব

আলী আসগর

রাজনীতি একটি রূপান্তরের ভিতর দিয়ে পার হচ্ছে এখন। রাজনৈতিক আদর্শ, এর কর্মধারা, এর প্রভাব ও প্রক্রিয়া সব সময়ই পরিবর্তনের ছাপ বহন করেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের হার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা, মানুষের জীবনধারা ও প্রত্যাশা কতোটা রাজনীতিনির্ভর তার দ্বারা। দীর্ঘদিন রাষ্ট্র বলতে রাষ্ট্রপ্রধান, রাজধানী এবং এই দুই অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আবর্তিত হতো। রাজতন্ত্রের অপচ্ছায়াকে ধারণ করেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত রেখেছে নির্বাচিত কিছু সভাসদ এবং রাজধানীকেন্দ্রিক কিছুসংখ্যক সুবিধাভোগী লোক, যারা সম্পদ সৃষ্টির চেয়ে সম্পদ আহরণ ও বণ্টনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাব বলয়ে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণে ব্যস্ত থেকেছে।

প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল না বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান কাজ ছিল অপরিবর্তিত কৃষিনির্ভর ও গতানুগতিক কলকারখানা এবং শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী থেকে খাজনা সংগ্রহ, এবং এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য বড়োজোর স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক যেসব কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করেছে যথা রাস্তাঘাট নির্মাণ, চিকিৎসা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সবই ছিল প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধরে রাখার লক্ষ্যে ও স্থিতাবস্থা সংরক্ষণে। মানুষের জ্ঞান, জীবনধারা, উৎপাদন কৌশল, অর্থনীতি সবকিছুই প্রায় অপরিবর্তিত ছিল বলে মানুষের প্রত্যাশাও ছিল সীমিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলতেই শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ বোঝাতো। সম্পদের সীমাবদ্ধতা প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার অপরিবর্তনীয়তা রাষ্ট্র পরিচালকদের যেমন রক্ষণশীল করেছে তেমনি রাষ্ট্রের জনগণও শুধু ঐতিহ্য ও পুরোনো মূল্যবোধকে ধরে রাখতেই ব্যস্ত থেকেছে। মুষ্টিমেয় যেসব দেশ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সাধন করতে পেরেছে তাদের ক্ষেত্রে উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার সৃষ্টি, কাঁচামাল সংগ্রহ, তথ্যের বিনিময়, উৎপাদনে-কৌশলে পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন রূপে দেখা দিয়েছে। এর ফলে এসব রাষ্ট্রের পরিচালনায় যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। শিক্ষা প্রসার, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, কলকারখানা স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন— সবই নতুন অর্থনীতি ও সম্পদ সৃষ্টির অনুসঙ্গরূপে অপরিহার্য হয়ে উঠলো। উন্নয়নের ধারণা এবং উন্নয়ন যে সম্ভব এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয় জনগণের মধ্যে। রাষ্ট্রনায়ক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ-দার্শনিকদের চিন্তায় এই প্রভাব পড়লে শিক্ষা, গবেষণা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সবকিছুই উন্নয়ন ভাবনাকে ধারণ করে নতুন রূপ লাভ করলো বিভিন্ন দেশে।

বস্তুত, নতুন জ্ঞান ও উপলব্ধির বিস্তার নতুন শক্তি ও নতুন নির্মাণবস্তুর স্থান, প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উৎপাদিত সামগ্রীর অভিনবত্ব মূল চালিকা শক্তিকে বা সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষের জীবনধারা ও প্রত্যাশাকে নতুন রূপ প্রদান করলো। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বহুমাত্রিক এই বিকাশকে ধারণ করতে গিয়ে নানা রাজনৈতিক দর্শন ও ধারণার প্রবর্তন ঘটলো। সেই সঙ্গে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সংঘাত। বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে যে বিরোধ ও

সংঘাত তার একটি আদর্শগত দিক আছে এবং একটি বস্তুগত দিক। অনেক ক্ষেত্রেই আদর্শগত প্রচারগুলো ভ্রান্ত ধারণা, অবাস্তব প্রত্যাশা, প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য ও অন্ধবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অবশ্যই একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্ভব প্রতিটি দেশের জন্য, সে দেশের জনশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ভিত্তিতে। এ ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা অবশ্যই হতে হবে বহুমাত্রিক ও গতিশীল। যৌথ ও সমন্বিত। জ্ঞানের বিস্তার ও বিকাশ, গবেষণার মাধ্যমে নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন, পরিশোধন, সংরক্ষণ ও মূল্যায়নের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীল, প্রযুক্তিবিদ, কলাকৌশলী, বিজ্ঞানী, নানা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও কর্মী সৃষ্টির যে গুরুত্ব তা অবধারণ করে শিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক পরিকল্পনা চাই।

শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তার ও অগ্রগতি

> **রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা নির্বাচিত হবে তাদের অশিক্ষিত, অসচেতন, অসৎ ও দায়িত্বহীন হওয়ার ফল হতে পারে অত্যন্ত ভয়াবহ। আধুনিক রাষ্ট্র এতো জটিল ও জঙ্গমের প্রভাবিত হওয়ার ও প্রভাবিত করার বলয় এতো বিস্তৃত ও সংবেদী যে এর পরিচালনায় যারা থাকবে তাদের ওপর দায়িত্ব অপার।**

প্রয়োজন শুধু উৎপাদনশীল মানুষ তৈরির জন্যই নয়, দ্রুত পরিবর্তনকে আত্মস্থ করার শক্তি, উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি, গতিশীল, যৌথ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠা— সবকিছুর জন্যই সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাই অত্যন্ত ব্যাপক, সূক্ষ্ম ও জটিল, যেখানে নতুন জ্ঞান, উপলব্ধি, চেতনা ও দূরদৃষ্টির সমন্বিত অভিব্যক্তি চাই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায়। দ্রুত পরিবর্তনশীল যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও এদের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। যে যানবাহন প্রচণ্ড শক্তির এবং জটিল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত দ্রুতগতিতে ও দুর্গম পথে, তার চালককে অবশ্যই হতে হয় দক্ষ, অভিজ্ঞ, স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন ও দায়িত্ববান।

রাষ্ট্রপরিচালনা এখন আর স্থিতিশীলভাবে প্রচলিত জীবনধারা, উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করা নয়। মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা, উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বজুড়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিকাশমানতা, পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানুষের অধিকার সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সমগ্র মানব সমাজ ও সভ্যতার ওপর যে নতুন প্রভাব ফেলেছে তার অভিঘাতকে ধারণ করতে হয় প্রতিটি রাষ্ট্রকে। এই নতুন পরিস্থিতিতে ও নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কোনো জাতির পক্ষেই এখন আর সম্ভব নয় অশিক্ষা, অযোগ্যতা, অসততা, অকর্মণ্যতা ও জড়তা নিয়ে টিকে থাকা। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা নির্বাচিত হবে তাদের অশিক্ষিত, অসচেতন, অসৎ ও দায়িত্বহীন হওয়ার ফল হতে পারে অত্যন্ত ভয়াবহ। আধুনিক রাষ্ট্র এতো জটিল ও জঙ্গমের প্রভাবিত হওয়ার ও প্রভাবিত করার বলয় এতো বিস্তৃত ও সংবেদী যে এর পরিচালনায় যারা থাকবে তাদের ওপর দায়িত্ব অপার। দুর্ঘটনা, ব্যাধি, অকাল মৃত্যু, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অশিক্ষার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভাগ্য বা কোনো অলৌকিক শক্তিকে এখন আর কেউ দায়ী করবে না, অথবা শুনবে না সেই অজুহাত।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিকল্পিত শিক্ষা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, গবেষণালব্ধ তথ্য ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষকে দিয়েছে সেই স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস ও সংস্কারমুক্তি যেখানে সে তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। প্রতিটি মানুষের কর্মক্ষমতা, শিক্ষালাভের শক্তি, জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ মানবিক অধিকার লাভ এখন আর কোনো করুণার দান নয়, অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা নয়; প্রতিটি জাতি ও দেশের জন্য প্রাপ্তিযোগ্য ও আয়ত্তসাধ্য। এরপরেও যেসব দেশ পশ্চাৎপদ শিক্ষায়, সচেতনতায়, কর্মহীনতায়, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতায়, রুগ্নতায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুঃশাসনের দুর্ঘটনায় তার জন্য স্বভাবতই দায়ী রাষ্ট্রপরিচালকদের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার মূল কারণ স্বভাবতই শিক্ষাহীনতা এবং এই অশিক্ষার অনুষঙ্গরূপে অসততা ও দৃষ্টির অস্বচ্ছতা। শিক্ষা বলতে অবশ্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার কথাই এখানে আমরা বুঝবো।

ড. আলী আসগর : অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। চেয়ারম্যান, খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটি।